খুতবা জুম'আ

আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উসমান (রা.)এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধ এবং বিজয়াভিযানের বর্ণনা চলছিল। আজ সে বর্ণনাই অব্যাহত থাকবে। আলী বিন মুহাম্মদ মাদায়েনী বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমানের যুগে হযরত সাঈদ বিন আস (রা.) ৩০ হিজরী সনে যুদ্ধ করেন এবং তাবারিস্তানের দুর্গ জয় করেন। অনুরূপভাবে সওয়ারী বিজয় ৩১ হিজরী সনে হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়।

আর্মেনিয়া বিজয় হয় ৩১ হিজরী সনে এবং সে বছরই খোরাসান বিজিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের খোরাসান-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং আবরাহা শহর, তূস, আবি ওয়ার্দ এবং নাসাহ্ বিজয় করে তিনি সারখাস পর্যন্ত পৌঁছে যান। রোম অভিযান সংঘটিত হয় ৩২ হিজরীতে। ৩২ হিজরী সনে আমীর মুআবিয়া রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এমনকি তিনি কনস্টানটিনোপোল-এর দরজায় পৌঁছে যান।

আবুল আ'শাব সা'দী নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, আহনাফ বিন কায়েস-এর মারভ্রূয, তালেক্বান, ফারিয়াব এবং জুযাজানবাসীদের সাথে রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে আল্লাহ্তা'লা শত্রুদের পরাজিত করেন। ৩২ হিজরীতে বালখ্ বিজিত হয়। আহনাফ বিন কায়েস মরভ্রূয থেকে বালখ্ অভিমুখে যাত্রা করেন আর সেখানে গিয়ে বালখ্বাসীদের অবরোধ করেন। হারাতের অভিযান পরিচালিত হয়েছিল ৩২ হিজরী সনে, হযরত উসমান (রা.) খুলায়েদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হানফী-কে হারাত ও বাযাগীস অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি এই উভয় (স্থান) জয় করেন।

হযরত উসমান (রা.)এর যুগেই পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল। হযরত উমর (রা.)এর যুগে মিশর এবং সিরিয়া বিজিত হয় আর আফ্রিকিয়া, খোরাসান ও সিন্ধুর কিছু অঞ্চল হযরত উসমান (রা.)এর যুগে বিজিত হয়। হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুয়াম্মারকে একটি সেনাদলসহ মাকরান ও সিন্ধু অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। হযরত মুজাশে' বর্তমান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে একটি ইসলামী সেনাদলের নেতৃত্ব প্রদান করতে গিয়ে ইসলাম বিরোধীদের সাথে জিহাদ করেন। হযরত মুজাশে' হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে ইসলাম বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং এর সাথে সংযুক্ত অঞ্চল সাজস্তানে (ইসলামের) পতাকা উড্ডীন করেন। এরপর উপমহাদেশের এসব অঞ্চলে মুসলমানরা বসবাস আরম্ভ করে আর এগুলোকে স্বদেশ আখ্যায়িত করে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালে নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে মহানবী (সা.)এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'হে উসমান! হয়ত আল্লাহ্ তোমাকে একটি কামিজ বা জামা পরিধান করাবেন, মানুষ যদি

তোমার কাছে সেই জামা খুলে ফেলার দাবি জানায় তাহলে তুমি তাদে কথায় কখনোই সেই জামা খুলবে না।'

হযরত কা'ব বিন উজ্‌রাহ্‌ বর্ণনা করেন যে, (একবার) মহানবী (সা.) সন্নিকটবর্তী একটি ফিত্‌না বা নৈরাজ্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি (সা.) যখন এ কথা বলছিলেন তখন এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার মাথা ঢাকা ছিল এবং শরীর চাদরে আবৃত ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, যেদিন এই নৈরাজ্য দেখা দিবে সেদিন এই ব্যক্তি হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ছুটে সেই ব্যক্তির কাছে যাই এবং তাকে ধরি, তখন দেখতে পাই যে, তিনি হলেন হযরত উসমান (রা.)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিজ অসুস্থতার সময় বলেন, আমি কতক সাহাবীকে আমার কাছে পেতে চাই। আমরা নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি আপনার কাছে হযরত আবুবকর (রা.)কে ডেকে আনব? তিনি (সা.) নীরব থাকেন। এরপর আমরা বলি, আমরা কি আপনার কাছে হযরত উমর (রা.)কে ডেকে আনব? এতেও তিনি (সা.) নীরব থাকেন। এরপর আমরা বলি, আমরা কি আপনার কাছে হযরত উসমান (রা.)কে ডেকে আনব? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। (অতএব) তিনি আসেন এবং মহানবী (সা.) তার সাথে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করেন এবং আলাপচারিতায় রত হন। তখন হযরত উসমান (রা.)এর মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তন হচ্ছিল। কায়েস বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) 'ইয়ামুদ্‌দ্বার'-এ গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় বলেন যে, মহানবী (সা.) আমাকে একটি তাগিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন আর আমি সে পথেই যাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা.) তখন বলেন **'আনা সাবেরুন আলাইহে'** অর্থাৎ আমি এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। 'ইয়ামুদ্‌দ্বার' সেই দিনকে বলা হয় যেদিন হযরত উসমান (রা.)কে মুনাফেকরা তার ঘরে অবরোধ করেছিল এবং এরপর অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করেছিল।

হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালে মতানৈক্যের সূচনা এবং এর কারণ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত উসমান এবং হযরত আলী দুজনেই ইসলামের প্রারম্ভিক নিবেদিতপ্রাণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত আর তাদের সঙ্গীরাও ইসলামের সর্বোত্তম ফসল ছিলেন। তাঁদের সততা এবং খোদাভীতির ওপর অপবাদ আরোপ করা মূলত ইসলামের প্রতি কলঙ্ক আরোপের শামিল। আর যে মুসলমানই ন্যায়পরায়ণতার সাথে এই বিষয়ে প্রণিধান করবে সে এটি মানতে বাধ্য হবে যে, প্রকৃতপক্ষে এসব পুণ্যবান লোক সকল ধরনের দলাদলির ঊর্ধ্বে ছিলেন। আমার গবেষণা অনুযায়ী উক্ত বুযুর্গদের এবং তাদের মিত্রদের ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করা হয় তা ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র মাত্র। প্রশ্ন হলো, এই নৈরাজ্যের সূচনা কোথায়? কেউ কেউ হযরত উসমান (রা.) কে এর কারণ আখ্যা দিয়েছে, তারা বলে যে, হযরত উসমান কতিপয় বিদআতের প্রচলন করেছিলেন, যার কারণে মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ কেউ বলে, হযরত আলী (রা.) খিলাফতের লোভে গোপন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন আর হযরত উসমান (রা.)এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা সৃষ্টি করে তাঁকে হত্যা করিয়েছেন-যেন স্বয়ং খলীফা হতে পারেন। প্রকৃত বিষয় হলো, উভয় অভিযোগই ভুল। হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) উভয়ের আঁচল এহেন অভিযোগ থেকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র ছিল। তাঁরা (উভয়ে) অতিব পবিত্র মানুষ ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালের প্রারম্ভিক ৬ বছর পর্যন্ত আমরা কোনরূপ নৈরাজ্য দেখতে পাই না, বরং মানুষ মোটের ওপর তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল বলেই জানা যায়। কিন্তু (দুর্ভাগ্যজনকভাবে) ছয় বছর পর সপ্তম বছরে আমরা এক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করি আর সেই আন্দোলন হযরত উসমান (রা.)এর বিরুদ্ধে নয়, বরং তা ছিল হয় সাহাবীদের বিরুদ্ধে নতুবা কতিপয় গভর্ণরের বিরুদ্ধে। যেমন তাবারী বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) মানুষের অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে পুরোপুরি যত্নবান ছিলেন, কিন্তু ঐ সকল লোক, যারা ইসলামে প্রবীন ও প্রথম সারির গণ্য হতো না, আর তারা প্রবীন মুসলমানদের ন্যায় মজলিস বা বৈঠকগুলোতে সম্মানও পেতো না আর শাসন ব্যবস্থায়ও তারা সমপরিমাণ অংশ পেতো না এবং সম্পদেও তাদের সমান অংশ থাকত না। কিছুদিন পর কতিপয় লোক এই প্রাধান্যের কারণে কঠোর পন্থা অবলম্বন করে এবং এটিকে অন্যায় আখ্যা দিতে থাকে, কিন্তু তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে ভয়-ও পেত আর সর্বসাধারণ তাদের বিরোধিতা করতে পারে-এই আশঙ্কায় নিজেদের চিন্তাধারা (জনসম্মুখে) প্রকাশ করতো না বরং তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তা হলো, সঙ্গোপনে সাহাবীদের বিরুদ্ধে জনমনে উত্তেজনা ছড়াত আর যখনই কোন অজ্ঞ মুসলমান অথবা কোন মুক্ত মরুবাসী দাস পেত, তখন তাদের সম্মুখে নিজেদের অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরত, ফলে অজ্ঞতা

বশতঃ অথবা সম্মান লাভের মানসে কতিপয় লোক তাদের দলে যোগ দিত আর ধীরে ধীরে এই দলের জনবল ভারি হতে থাকে এবং (অবশেষে) তা বৃহদাকার দলে পরিণত হয়।

এসব উন্মাদনা গোপন ষড়যন্ত্রেরই ফলাফল ছিল। এর মূল হোতা ছিল ইহুদিরা, তাদের সাথে কতিপয় জগৎপূজারী মুসলমানও যোগ দিয়েছেল, যারা ধর্মচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়টির সত্যায়ন এ ঘটনার মাধ্যমেও হয় যে, কুফায় এই নৈরাজ্যবাদীদের একটি বৈঠক বসে। এতে আমীরুল মু'মিনিন এর অপসারনের বিষয়ে কথা হয় আর মানুষ তখন সর্বসম্মতভাবে এই মতামত দেয় যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা তুলতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উসমান এর শাসন রয়েছে। উসমান সেই এক সত্তা ছিলেন যিনি বিদ্রোহ থেকে বিরত রেখেছিলেন, তাই তাঁকে সরিয়ে দেয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়, যেন তারা নিজেদের বাসনা পূর্ণ করতে পারে। এই নৈরাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) সে সকল নৈরাজ্যবাদীদের ডাকেন এবং মহানবী (সা.)এর সাহাবীদেরও একত্র করেন। সকলে একত্রিত হলে তিনি তাদের পুরো অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সেই দু'জন গুপ্ত সংবাদদাতাও সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় যারা হযরত উসমান (রা.) কে সংবাদ দিয়েছিল যে, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা কি ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তখন সকল সাহাবী এই ফতোয়া দেন যে, তারা নৈরাজ্যবাদী-যারা সংশোধনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। তাদেরকে হত্যা করা হোক, কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, কোন ইমাম বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজের আনুগত্য বা অন্য কারো আনুগত্যের জন্য মানুষকে ডাকে, তার প্রতি খোদাতা'লার অভিসম্পাত। তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা কর, সে যে-ই হোক না কেন। হযরত উসমান (রা.) সাহাবীদের ফতোয়া শুনে বলেন, না! আমরা তাদেরকে ক্ষমা করব, তাদের অজুহাত গ্রহণ করব এবং নিজেদের সমস্ত চেষ্টা দ্বারা তাদেরকে বুঝাব এবং কোন ব্যক্তির বিরোধিতা করব না; যতক্ষণ না তারা শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে অথবা কুফরী করে।

হযরত উসমান (রা.) তাঁর সাহাবীদের বলেন যে, লোকেরা বলেন যে তিনি সফরে পুরো নামায পড়েছেন অথচ মহানবী (সা.) সফরে নামায কসর করতেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, কিন্তু আমি শুধু মিনায় পুরো নামায পড়েছি। আর তা-ও দুটি কারণে। প্রথমত, সেখানে আমার সম্পত্তি রয়েছে আর সেখানে আমি বিয়ে করেছি। দ্বিতীয়ত, আমি জানতাম চতুর্দিক থেকে মানুষ সেই দিনগুলোতে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে এসেছে। তাদের মাঝে অজ্ঞরা বলা আরম্ভ করবে যে, খলীফা দুই রাকাত পড়েন, তাই নামায দুই রাকাতই হবে। এরপর হযরত উসমান (রা.) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, এ কথাটি কি সঠিক নয়? সাহাবীরা উত্তর দেন, হ্যাঁ! সঠিক। এরপর হযরত উসমান (রা.) বলেন, দ্বিতীয় আপত্তি এটা আরোপ করে যে, আমি চারণভূমি নির্ধারণ করে বিদআতের সূচনা করেছি। অথচ এ আপত্তি ভুল। চারণভূমি আমার পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। হযরত উমর (রা.)এর সূচনা করেছিলেন। আর আমি শুধু সদকার উটের আধিক্যের কারণে একে বিস্তৃত করেছি। যেটি সরকারী চারণভূমি ছিল, যেখানে পশু রাখা হতো সেটা বিস্তৃত করেছি। এছাড়া চারণভূমিতে যে জমি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি কারো (ব্যক্তিগত) সম্পত্তি নয়; সরকারি জমি ছিল। আর এতে আমার নিজস্বকোন স্বার্থও ছিল না। আমার তো শুধু দুটি উট রয়েছে; অথচ আমি যখন খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলাম তখন সমগ্র আরবে আমি সবচেয়ে বড় ধনী ছিলাম। এখন শুধু দুটি উট রয়েছে যা হজ্জের জন্য রাখা হয়েছে। এটি কি সঠিক নয়? সাহাবীরা নিবেদন করেন, জ্বি, সঠিক। এরপর হযরত উসমান (রা.) বলেন, তারা বলে (তিনি) যুবকদের গভর্নর নিযুক্ত করেন। অথচ আমি এমন লোকদের গভর্নর নিযুক্ত করি যারা সৎ গুণাবলীর অধিকারী ও সৎ আচার ব্যবহার করে। আর আমার পূর্বের বুযুর্গরা আমার নিযুক্ত গর্ভনরদের চেয়েও কম বয়সী লোকদের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। আর মহানবী (সা.)এর ওপর উসামা বিন যায়েদ (রা.)কে সেনাপতি নিযুক্ত করার কারণে এরচেয়েও বেশি আপত্তি করা হয়েছিল; যা এখন আমার ওপর করা হচ্ছে। এটি কি সঠিক নয়? সাহাবীরা বলেন, হ্যাঁ, সঠিক। এভাবেই হযরত উসমান (রা.) সমস্ত আপত্তি এক একটি করে বর্ণনা করেন এবং সেগুলোর উত্তর দেন।

সাহাবীরা বারবার এ কথার ওপর জোর দেন যে, এসব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করা হোক। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাদের এ কথা মানেন নি এবং তাদেরকে ছেড়ে দেন। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা কোন্ কোন্ ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা করতো। সে যুগে যখন প্রেস এবং ভ্রমণের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না যা এখন রয়েছে; তাদের জন্য অজ্ঞ লোকদের পথভ্রষ্ট করা কতই না সহজ

ছিল! প্রকৃতপক্ষে এদের কাছে নৈরাজ্য সৃষ্টির যৌক্তিক কোন কারণ ছিল না আর সত্য তাদের পক্ষে ছিল না এবং তারাও সততার পথে ছিল না । তাদের সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি ছিল মিথ্যা ও ভ্রান্তির ওপর। শুধু হযরত উসমান (রা.)এর অনুকম্পাই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল, অন্যথায় সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। সাহাবীরা এবং প্রবীণ মুসলমানরা কখনোই সহ্য করতে পারতেন না যে, সেই শান্তি ও নিরাপত্তা, যা তারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জন করেছিলেন, কতিপয় দুষ্কৃতকারীর দুষ্কৃতির ফলে এভাবে বিনষ্ট হবে। তারা দেখছিলেন যে, এমন লোকদের শীঘ্রই শাস্তি দেয়া না হলে ইসলামী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) ছিলেন দয়ার মূর্তিমান, তিনি চাচ্ছিলেন যেকোনভাবেই হোক, এরা যেন হেদায়েত পেয়ে যায় এবং কুফরীতে মৃত্যুবরণ না করে। আর এভাবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দিতেন এবং তাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ডকে নিছক বিদ্রোহের ইচ্ছা আখ্যা দিয়ে শাস্তি পিছিয়ে দিতেন। তারা হযরত উসমান (রা.)এর কৃপা ও দয়া দেখেছে আর তাদের প্রত্যেকের প্রাণ এ সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, এখন ভূপৃষ্ঠে এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না, তিনি এতই দয়ালু ছিলেন! কিন্তু তারা তাদের পাপ থেকে তওবা না করে, অন্যায়ে অনুশোচনা না করে, নিজেদের দোষ ত্রুটিতে অনুতপ্ত না হয়ে এবং নিজেদের দুষ্কৃতি পরিত্যাগ না করে ক্রোধ ও ক্ষোভের আগুনে আরো বেশি দগ্ধ হতে থাকে। আর তাদের নিরুত্তর হওয়াকে নিজেদের জন্য লাঞ্ছনা মনে করে এবং হযরত উসমান (রা.)এর ক্ষমাকেও নিজেদের চমৎকার ষড়যন্ত্রের ফসল জ্ঞান করে নিজেদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করতে করতে ফিরে যায়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ঘটনাপ্রবাহ এখনও অব্যাহত আছে- ইনশাআল্লাহ্ অবশিষ্টাংশ পরবর্তীতে উপস্থাপন করা হবে।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মোকার্‌রম আব্দুল কাদের সাহেব, বশীর আহম্মদ শহীদ সাহেব, মোকার্‌রম আকবর আলী সাহেব, মোকার্‌রম খালেদ মাহমুদুল হাসান ভাট্টি সাহেব ও মোবারক আহমদ তাহের সাহেব মসীরে কানুন সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবওয়ার উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা করে তাঁদের জন্য দোয়া-মাগফিরাত করেন ও মরহুমীনগণের গায়েবানা জানাযা, নামায জুম্মা শেষে পড়ান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِی الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ-

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
26 Februray 2021

Makeup & Distribute **FROM**

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org